যুগান্তর

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... 2 ......

# পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের কারণ ফেসবুকের নেশা

যুগান্তর রিপোর্ট

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি ১২ সেকেন্ডে নতুন একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ এখন ফেসবুকের দ্বিতীয় দ্রুতবর্ধনশীল দেশ। ফেসবুকের রঙিন জগতে সময় কাটাচ্ছেন ছেলে-বুড়ো সবাই। বিশেষ করে ফেসবুকের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে কিশোর-কিশোরীরা। চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ভয়াবহ ফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবেও শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদরা দায়ী করছেন শিক্ষার্থীদের অতিমাত্রায় ফেসবুক ব্যবহারকে।

স্কুলের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত বয়সের আগেই বয়স সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলছে। এ প্রসঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক যুগান্তরকে বলেন, ফেসবুকে এখন ১৩ বছরে সদস্য হওয়া যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের জন্য কিছুটা ক্ষতির কারণ নেশা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

প্রতি মুহূর্ত ▸ পৃষ্ঠা ১৩

## নেশা : ফেসবুকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে। অক্টোবর থেকে ফেসবুক, টুইটার বা গুগল প্লাসে আইডি খুলতে হলে ন্যাশনাল আইডি দিয়ে খুলতে হবে, তাহলে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রবণতা কমে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দিনভর ফেসবুকে আত্মপ্রচারের নেশায় পড়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে নতুন প্রজন্ম। ক্ষুধামন্দা, মানসিক বৈকল্য, বিষণ্নতা ও শারীরিক অক্ষমতাসহ নানাবিধ সমস্যা তৈরি হচ্ছে এ প্রবণতায়। ফলে কোমলমতি এসব ছেলেমেয়ের কমছে পাঠাভ্যাস ও সামাজিক সৌজন্যবোধ। খিটখিটে মেজাজ, হিংস্রতা, চোখের অসুখ, নার্ভের সমস্যা, অকাল প্রেম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ফেসবুকচারী এ প্রজন্ম। সবকিছু মিলিয়ে নেতৃত্ব ক্ষমতাহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং বাস্তবতার বাইরের এক অদেখা জগতের অলীক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে নতুন প্রজন্ম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহজাবিন হক বলেন, ফেসবুকসহ অন্য সামাজিক মাধ্যমগুলোর অতিব্যবহার সামাজিক, পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করছে। তারা আশপাশের সবকিছুই ভুলে যাচ্ছে। খেলাধুলা হচ্ছে না। বসে বসে খাচ্ছে আর ফেসবুক ব্যবহার করছে। এতে তাদের ওজন বেড়ে যাচ্ছে বা মুটিয়ে যাচ্ছে। ইদানীং অভিভাবকরা মাদকের নেশার মতো, ফেসবুকের নেশায় আসক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিরাময়ের জন্য আমাদের কাছে আসছেন।

২০১৩ সালে ব্রিটেনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক ফল বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হয়েছিল ফেসবুককে। যার ফলে নেয়া হয়েছে বিশেষ পদক্ষেপ। চলতি বছর আমাদের দেশে এইচএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডে ফল বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ফল বিপর্যয়ের পেছনে কলেজের শিক্ষক এবং অভিভাবকরা শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি দায়ী করছেন স্মার্টফোন এবং অতিমাত্রায় ফেসবুক ব্যবহারকে। সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী বলেছেন, ফেসবুক এখন এক ব্যাধির আকার ধারণ করছে। এ থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা জরুরি।

নতুন সিলেবাস, অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষার্থীদের অত্যধিক স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণেই এইচএসসির ফল খারাপ হয়েছে বলে মনে করেন রাজধানীর ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাকসুদ উদ্দীন। তি
বলেন, ইদানীং তথ্যপ্রযুক্তির দোহাই দিয়ে শিক্ষার্থীদের মা
স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার দায়ী বলে মনে হচ্ছে। বি
করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ফেসবুকে বে
মনোযোগী হওয়ায় পড়াশোনায় ভালো করতে পারছে না।

ফেসবুক থেকে বিভিন্ন অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়
শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি হবিগঞ্জে ছাত্রী লাঞ্ছিত করার এব
ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফেসবুকে সবচে
বেশি হয়রানি হয় মেয়েরা। অনেক সময় মেয়েদের নামে ভু
অ্যাকাউন্ট খুলে, অশালীন ও বিব্রতকর ছবি দিয়ে মেয়ে
সম্মানহানি করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নবম শ্রেণীর এ
শিক্ষার্থী জানায়, তার এক সহপাঠী তাকে প্রেমের প্রস্ত
দিয়েছিল। কিন্তু প্রেমে রাজি না হওয়ায় তার সেই সহপাঠী ব
পর্নোছবিতে তার মাথা লাগিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ত
সম্মানহানি করে। পরবর্তী সময়ে অনেক অনুরোধের পর
অ্যাকাউন্টটি ডিলিট করে। এরকম ঘটনা শুধু শহরে ন
গ্রামেও ঘটছে। অনেক সময় অপ্রাপ্তবয়স্করা মিথ্যা পরি
দিয়ে প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে। অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে গ
তুলছে অবৈধ সম্পর্ক। ফেসবুকের মাধ্যমে প্রেম করে অহর
ঘটছে প্রতারণার ঘটনা।

আজকাল দেখা যায়, অধিকাংশ ছেলেমেয়ে সারাক্ষ
স্মার্টফোনের মাধ্যমে ফেসবুকে লগইন করে থাকে। বিভি
স্কুল-কলেজে মোবাইল আটকের ঘটনা ঘটছে অহর
শিক্ষকদের অভিযোগ, ক্লাসের পড়া বাদ দিয়ে শিক্ষার্থী
ফেসবুকের না দেখা অলীক জগতে বুঁদ হয়ে থাকে। সেল
আপলোড, কার ছবিতে কয়টা লাইক, কার ফলোয়ার বে
কে কি কমেন্ট করল, ভার্চুয়াল জগতের এসব অস
প্রতিযোগিতায় নেশাগ্রস্ত স্কুল-কলেজের কোমলম
শিক্ষার্থীরা। পড়াশোনার সময়ে তারা ফেসবুক ব্যবহার ক
মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।

বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে
সাবেক উপদেষ্টা মুনির হাসান বলেন, আমার মতে ১৩-১
বছরের আগে ফেসবুক ব্যবহার করা উচিত না। বাংলাদে
আরও পরে হলে বেশি ভালো হয়। আমাদের দেশে যতদি
একটা ডিজিটাল কালচার না গড়ে উঠছে ততদিন পর্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলেমেয়েদের ফেসবুক থে
একটু দূরে রাখাই ভালো।